চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।
গত বুধবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে লকডাউন অমান্য করে গার্মেন্টসের দোকান খুলে রাখা, মাস্ক পরিধান না করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমূল) আইন, ২০১৮ এর ২৪ (১) ধারায় ১টি মামলায় ১জন কে ২০০০/-(দুই হাজার টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন।
এসময় তিনি বলেন, সরকার ঘোষিত লকডাউনের বিধিনিষেধ সকলকে মেনে চলতে হবে না হলে অমান্য কারীর বিরুদ্ধে শাস্তি ও জরিমানা আদায় করা হবে।
সহযোগিতায় ছিলেন সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউন

মেহেরপুর জেলায় কঠোর লকডাউন চলছে। যানবাহন, দোকানপাট, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করছে জেলা পুলিশের বিভিন্ন দল।

গেল কয়েকদিন ঢিলেঢালা লকডাউনে জেলায় বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও অন্য সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক। সর্বাত্মক লকাডাউন ঘোষণার পর গত বুধবার সকাল থেকে পাল্টে গেছে সে চিত্র। মেহেরপুর জেলা শহর, উপজেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানগুলোতে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে।

মূলত পুলিশের তৎপরতার ফলেই সর্বাত্মক লকডাউন পালন হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়।

শহর ও গ্রামের বাজারগুলোতে নিত্যপণ্য, কাঁচা পণ্য ছাড়া অন্য কোন দোকানপাট খোলা হয়নি।
সড়কগুলোতে জরুরী প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষের বাহন হিসেবে পাখিভ্যান এবং পণ্য বহনের যানবাহন ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলাচল করছে না। সরকারি বেসরকারি অফিস বন্ধ রয়েছে। নিত্যপণ্যের দোকান ও কিছু হোটেল খোলা থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি বলেন, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে আইজিপি মহোদায় আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। লকডাউন বাস্তবায়নে আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত মাঠে কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ।

শালিকাতে ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ায় বাবা-ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামে কলা ব্যবসার টাকা ফেরত চাওয়ায় তিনজনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে শালিকা গ্রামে সাগরের দোকানের কাছে একই গ্রামের হাপি
(৫০) হাপির ছেলে রকি (১৮) ও কাজী কাশেমের ছেলে নাসির (৩৯) তাদেরকে কুপিয়ে জখম করে।

আহতরা হলো শালিকা মাদ্রাসা পাড়ার তুষার (৪৫) তুষারের ছেলে শাওন
(১৭) ও একই শওকত আলীর ছেলে রিপন (১৫)।

আহত তুষার বলেন, আমি ও হাপি পার্টনারে কলার ব্যবসা করতাম। ব্যবসার দরুন আমার দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা আছে। একটি মামলার কারণে এক বছর দুই মাস জেল খেটে কিছুদিন আগে বাড়িতে আসি। হাপির সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলা হওয়ায় আমার বিনিয়োগের দুই লক্ষ টাকা ফেরত চাই। ব্যবসায়ী হিসাব গড়মিল হওয়ায় হাপির ব্যবসা করবো

না বলে টাকা ফেরত চাই।

এতেই হাপি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। আজকে আমি বিকাশের দোকান থেকে টাকা তুলে আনার সময় হাপি আমার পথ আটকিয়ে বাঁশ দিয়ে আমার ডানপাশের কানের উপর আঘাত করে এরপর আমাকে আলা মোল্লার ছেলে ওলিলের গোডাউনে আটকে রাখে।

এ অবস্থায় আমি আমার ছেলেকে ফোন করে বিষয়টি জানালে আমার ছেলে আসলে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আমার ছেলেকে রকি ও নাসির দা দিয়ে কোপ মারে। পাশে দাড়িয়ে থাকার কারণে রিপনকেও কোপ মারে।

এসময় বিকাশ থেকে তোলা বাইশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে স্থানীয়রা আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত শাওনকে কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

মুজিবনগরে লকডাউন কার্যকারিতায় মাঠে রয়েছে পুলিশ

মুজিবনগরে লক ডাউন কার্যকর করতে মাঠে রয়েছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টীম। বৃহস্প্রতিবার লকডাউন ঘোষনার ২য় দিন সকাল থেকে মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শরিফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে অবস্থান করতে দেখা যায় । এসময় পথচারীসহ বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের লকডাউন মেনে চলার পরামর্শ দেন। মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার সহ আসপাশের হাটবাজারেও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচারাভিযান চালায় পুলিশ। লকডাউনের ১ম দিনের মত ২য় দিনেও সকাল থেকেই কেদারগন্জ বাজারের নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিসের দোকান,ফার্মেসী ব্যতিত বন্ধ ছিল অন্য সকল দোকান পাঠ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম বলেন,জীবন থাকলেই জীবিকা। করোনার মহামারিতে আপনি ও আপনার পরিবার আক্রান্ত হলে পরিবারের কি হবে তা বিবেচনা করে চলাফেরা করবেন। আপনি সুরক্ষিত থেকে আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবেন ।

লকডাউনের বিষয়ে তিনি বলেন,শুধুমাত্র কেদারগন্জ বাজারেই নয় লকডাউনের কার্যকারিতা নিয়ে গ্রামাঞ্চলেও ছুটছে পুলিশ।
সকল ধরনের যানবাহন বদ্ধ লক্ষ্য করা গেছে।
আগামী দিনগুলি লকডাউনের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি।
এ সময় শুধু পুলিশই নয় লকডাউনের কার্যকারিতায় সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

গাংনীতে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে স্বামীর পরকিয়ায় বাধা দেয়ার জের ধরে গৃহবধু আসমানি খাতুনকে শারীরীক নির্যাতন করে মুখে বিষ ঢেলে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
গত ৫ এপ্রিল এ ঘটনা ঘটলেও বৃহষ্পতিবার ভোরে আসমানি খাতুনের মৃত্যু হয়।
আসমানির মা রাকেদা খাতুন জানান, স্বামী সাজেদুল এর পরকিয়া প্রেমে বাধা দেয়ায় আসমানিকে মাঝে মাঝে নির্যাতন করতো সাজেদুল। গত ৫ এপ্রিল রাতে সাজেদুল ইসলাম তার পরকীয়া প্রমিকার সাথে মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে কথা শুনতে স্বামীর কানের সাথে কান লাগায় আসমানী। এতেই রাগান্নিত হয়ে লাঠি দিয়ে মারধর করে আসমানীকে। পরে দু’জনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে সাজেদুল ও তার বাড়ির লোকজন মিলে নির্যাতন শেষে আসমানীর মুখে আগাছা নাশক বিষ ঢেলে দেয়। প্রতিবেশিরা টের পেয়ে আসমানিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করে। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ১৩ এপ্রিল সোমবার আসমানীর বাবার বাড়ি হাড়িয়াদাহ গ্রামে নিয়ে আসে। পরে ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোরে আসমানির মৃত্যু হয়।
এবিষয়ে আসমানীর পিতা আরশেদ আলী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলার অভিযোগ করেন। যার নং ১৩।
আসমানীর ১১ বছর বয়সী ছেলে তুহিন জানায়, বাবা এবং মায়ের সাথে মাঝে মধ্যেই ঝগড়া হতো এবং মাকে মারধর করতো বাবা। সেদিনও মাকে মারধর করে।

স্থানীয়রা জানায়, বিষয়টি ভিন্ন দিকে নেয়ার জন্য নিহত আসমানী ও তার স্বামীর পরিবারের মধ্যে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে মিমাংসার প্রক্রিয়া চালায় স্থানীয় মেম্বরা। একপর্যায়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকায় মিমাংসা হয় বলে তারা জানায়।
তবে টাকার বিনিময়ে একটি হত্যা ও নির্যাতনের মত ঘটনাকে ধামা চাপা না পড়ে এবিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করে সত্য ঘটনা উদঘাটনের দাবি জানান স্থানীয়রা।
অভিযোগ তদন্তকারি কর্মমর্তা এসআই আব্দুর রাজ্জাক জানান, লাশের প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তাতে নিহত আসমানীর পায়ের বিভিন্ন যায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ময়না তদন্ত শেষে সত্যতা প্রকাশ হবে।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে আসমানির বাবা আরশেদ আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আমরা ঘটনা তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়েছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ইয়াদুল মোমিন
০১৭১২-৮৮৫৮৫৫

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান -জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে।ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

আজ বুধবার ১৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ বেলা ১২.৩০ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের নীলমনিগঞ্জ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করে লকডাউন অমান্য করে গার্মেন্টসের দোকান খুলে রাখা, মাস্ক পরিধান না করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিমূল) আইন, ২০১৮ এর ২৪ (১)ধারায় ১টি মামলায় ১জন কে ২০০০/-(দুই হাজার টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এসময় তিনি বলেন সরকার ঘোষিত লকডাউনের বিধিনিষেধ সকলকে মেনে চলতে হবে না হলে অমান্য কারীর বিরুদ্ধে শাস্তি ও জরিমানা আদায় করা হবে। সহযোগিতায় ছিলেন সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের চৌকস দল । জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কালীগঞ্জে সর্বাত্মক লকডাউন কার্যকরে মাঠে পুলিশ-প্রশাসন

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার ঘোষিত কঠোর বিধিনিষেধে ফাঁকা কালীগঞ্জ শহর। কিছু ওষুধ ও মুদি দোকান ছাড়া বন্ধ সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

আজ বুধবার (১৪ এপ্রিল) সকাল থেকে শুরু হয়েছে এ বিধিনিষেধ, চলবে ২১ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত। সকাল থেকেই প্রায় জনশূণ্য পুরো কালীগঞ্জ শহর । চলছে না কোনো সাধারণ পরিবহন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন না

লকডাউন কার্যকরে কঠোর ভূমিকা পালন করছে প্রশাসন ও পুলিশ।

সরেজমিনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দেখা যায় শহরের নিমতলা বাসস্ট্যান্ড মেইন বাসস্ট্যান্ড,বৈশাখী পাম্পমোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। শহরে চলাচলকারীদের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় ভাবে ঘোরাঘুরি করা মোটরসাইকেল চালকদের দেওয়া হচ্ছে মামলা।

এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হচ্ছে।

এদিকে, ঝিনাইদহে কঠোর লকডাউনের মাঝেও পণ্যবাহী ট্রাকে লুকিয়ে

যাতায়াত করছে মানুষ। সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সাতক্ষীরা গামী একটি ট্রাকে পাওয়া যায় ৪৩ জন যাত্রীকে।

ঝিনাইদহে ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা গামী ট্রাকে আটক ২৭জন

শুরু হয়েছে আজ ১৪ই এপ্রিল থেকে ২১এপ্রিল পযন্ত সারা বাংলাদেশ ব্যাপী কঠোর লকডাউন, কিন্তু করোনাভাইরাসের মধ্যে সামাজিক দুরুত্ব বজায় না রেখে এবং সরকার ঘোষিত ৭দিন লকডাউন না মেনে লকডাউনের প্রথম দিনেই ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা গামী ট্রাকে অভিনব কায়দায় ২৭জন যাওয়ার সময় ঝিনাইদহের ফায়ারসার্ভিস অফিসের সামনে থেকে আটক করে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন। সেই সাথে জরিমানা করা হয় ১৫ হাজার টাকা। যাদের আটক করা হয়েছে তাদের সবার বাড়ি সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপজেলা। পেশায় সবাই দিন মজুর ইট ভাটায় কাজ করেন। তারা এখন সবাই অবস্থান করছেন ঝিনাইদহ উপজেলা ফায়ারসার্ভিসের পাশে, তারা জানায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক স্যারের নিকট আমাদের আবেদন আমাদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করার আমরা খুবই খারাপ অবস্থায় আছি। আমরা ভুল করে ফেলেছি এবারের মতো আমাদের একটু ব্যবস্থা করুক।

গাংনীতে লকডাউন বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছেন এমপি সাহিদুজ্জামান

আমরা মুসলিম, রমজান মাস আমাদের উৎসবের মাস। আমরা বাঙ্গালী ,বৈশাখ আমাদের উৎসব। কিন্তু সর্বনাশা করোনা ভাইরাস সব উৎসবের আমেজ মলিন

করেছে। সারা বিশ্বের ন্যায় করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে মারাত্নক আঘাত হেনেছে। মৃত্যুর মিছিলের পরিধি কমাতে সরকার দ্বিতীয় বারের জন্য কঠোর লক ডাউনের ঘোষনা করেছেনে। আজ বুধবার লকডাউনের প্রথাম দিন। এই দেশ আমার ,এই শরীর আমার, এই পরিবার আমার। আমার পরিবার ও পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলার দায়িত্ব নাগরিক হিসেবে সব দায়িত্ব আপনার। আপনি,আমি নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য পরিবারের জন্য গুরুত্বপুর্ন ও মুল্যবান একজন ব্যক্তি। আপনি হারালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে আপনার পরিবার, ক্ষতিগ্রস্থ হবে আমার দেশ। আপনার দ্বারা প্রতিমুহুর্ত আপনার মেধা,আপনার বুদ্ধি,আপনার পরামর্শ,আপনার শ্রম দেশকে সমৃদ্ধ করছে । মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন সাংবাদিকদের সামনে এসব কথা বলেন। বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন এমপি। দেশবাসীসহ গাংনী উপজেলা সকল মানুষকে সরকারের বিধি নিষেধ মেনে লকডাউন বাস্তবায়ন করার আহবান করেন মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি বলেন, লকডাউনে যে সকল শ্রমজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে সরকারী ভাবে তাদের সাহায্য সহযোগীতা করা হবে। সরকারের এই মানুষ বাঁচাও সিদ্ধান্তকে জনগন পুর্ণ সমর্থন দিয়ে মেহেরপুর জেলার মানুষ ঘরে বসে আছে। অন্যহীণ মানুষকে আমরা অন্য তুলে দিতে চাই। গত লকডাউনে সরকারি ভাবে দেশের সকল মানুষকে খাবার দিয়ে সহযোগীতা করেছি। একটি মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়নি বলেও জানান এমপি। বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশের সাথে গাংনী বাজারে অবস্থান করেন এবং আগামী দিনেও যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেতাকর্মী নিয়ে সকলের পাশে থাকার প্রত্যয়ব্যক্ত করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন । ১৪ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন মেনে চলার আহবান করেন তিনি।

লকডাউনের প্রথম দিন সব রেকর্ড ভেঙ্গে ৯৬ জনের মৃত্যু

সর্বাত্মক লকডাউনের প্রথম দিন গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।এর আগে দেশে সর্বোচ্চ ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিস্তারিত আসছে..